দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

১০ সালের এসএসসিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগ

॥ পাবনা সংবাদদাতা ॥

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি ২০১০সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে চালু করার সিদ্ধান্তে পাবনায় অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী সকলেই উদ্বিগ্ন। এদিকে ফেব্রুয়ারি শেষে হতে চললেও ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এনসিটিবি বা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত অধিকাংশ বই দুষ্প্রাপ্য। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা বলেছেনঃ হঠাৎ করে নতুন পদ্ধতি কেন? এই পদ্ধতি ৯ম শ্রেণীর পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে চালু করলেই ভালো হতো।

শিক্ষকদের ধারণা নেই, নেই প্রশিক্ষণ

পাবনা সরকারি কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক লুৎফন্নাহার মনে করেন, ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কথা থাক, সম্ভবত শিক্ষকদেরও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। এনসিটিবি প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নেই। যে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট শিক্ষকের বাড়িতে ছোটাছুটি বেড়ে গেছে।

চাটমোহর ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, মাত্র দুই বছরে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলী আত্মস্থ করে এসএসসি পরীক্ষায় সঠিক উত্তর দেয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য সহজ হবে না। জেলা স্কুলের ৯ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবরার শাহারিয়ার আদিব বলেঃ এই পদ্ধতি বোঝা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের বললে তারা বলেনঃ সময় নিয়ে বলবেন। আরেক ছাত্র জানায়, পদ্ধতি না বোঝার চিন্তার সাথে যোগ হয়েছে বই না পাওয়ার দুশ্চিন্তা। পাবনার বাজারে ৯ম শ্রেণীর অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক নেই।

পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম হোসেন মনে করেন, ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন প্রশ্ন পদ্ধতি ভালো। তবে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করলে সবাই অভিজ্ঞ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে-শিক্ষকরাও নতুন পদ্ধতি শিখছেন। তার দুই শিফটে শিক্ষকের সংখ্যা ৫০ জন। মাত্র ১০ জনের এই পদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং শেষ হয়েছে। সব শিক্ষকের ট্রেনিং হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে বলেন, তবেই পরীক্ষার খাতা ঠিকমত দেখা যাবে।

গতকাল রবিবারও শহরের পাঁচমাথা মোড়ে বইপট্টি ঘুরে দেখা গেছে এনসিটিবির ৯ম শ্রেণীর অধিকাংশ বই বাজারে নেই।